কেচ্ছার উপর এক অর্বাচীনের পর্যালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের কোন এক কবিতায় পড়েছিলাম রতিকালে সর্প কর্তৃক আক্রান্ত পাখীদ্বয়ের মৃত্যু যন্ত্রনার বেদনাদায়ক স্বরে যুগ যুগ ধরে ধ্যানমগ্ন নির্বাক কোন এক মুনি-ঋৃষির ধ্যান ভঙ্গ হলে, সর্পের কার্য্যে রাগান্বিত হয়ে অভিশাপ দিতে গিয়ে ঋৃষির কণ্ঠ থেকে যে শব্দ বেড় হয়ে আসে, তা আজ ছন্দ বা ভাষায় রূপান্তরিত। মুনি-ঋৃষির ঐ ছন্দ ও ভাষা এই অর্বাচীনের কপালে জোটে নাই। ভাষা ও ছন্দ গিয়ে ভর করলো মেজবাহউদ্দিন জওহর, মো. বাহাউদ্দিন ও দেওয়ান আবদুল বাসেতের মত গুনীজনের কলমে। তাই ভদ্রলোকদের প্রতি হিংসা হয়। এই অর্বাচীনের কলমে ভাষা না থাকলেও স্বাদ আছে, তাই জনাব মেজবাহউদ্দিনের প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছার উপর কলমের রেখা টানতে উদ্ধত হোলাম। আশা করি মেজবাহ সাহেব এই অর্বাচীনকে ক্ষমা করবেন।

ভাব থেকে ভাষা ও ছন্দের জন্ম। গুনীজনের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিকদের মত ভাব বিদ্যমান বিধায় জীবন ও চাঁদের মধ্যে তারা সৌন্দর্য খুঁজে পান, তাই চাঁদ ও জীবন নিয়ে কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। জনাব মেজবাহউদ্দিন একজন গুণী ব্যক্তি। তার মধ্যে ভাব ও সাহিত্য জ্ঞান বিদ্যমান বিধায় নিজ বাল্যকাল নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কিন্তু উক্ত জ্ঞান বিবর্জিত ও বুভুক্ষু এই অধম মানুষের জীবনের মধ্যে কেবল দেখে দারিদ্র এবং চাঁদের মধ্যে কেবল ঝলসানো রুটির খোঁজ পায়। তাই এই অর্বাচীন প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছার মধ্যে খুঁজে পায় বর্তমান কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর, যারা পঞ্চাশ দশক পূর্বে সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক গ্রাম বাংলার দারিদ্রক্লিষ্ট মুসলিম কৃষক পরিবারে বেড়ে উঠেছিল, ব্যক্তিদের বালক কালের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা। ব্যবসায়িক ও সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গ্রামীন হিন্দু পরিবারগুলির সাথে তুলনা মূলক নিজেদের অবস্থান বুঝতে শিক্ষেছিল ঐ বালকেরা। তাই সমাজ বিবর্তন বিষয় অজ্ঞ ঐ বালকদের কেউ কেউ স্বার্থের কারণে হিন্দু বিদ্বেষীতে পরিনত হচ্ছিল। অংক ক্লাশে আর মার খেতে হবে না ভেবে বালক মেজবাহ হিন্দু অংক শিক্ষকের মৃত্যুতে খুশী হয়েছিল। আবার এই বাল্য মেজবাহই হিন্দু ধর্মাবলম্বি বন্ধুর মায়ের স্নেহের মধ্যে নিজ মাকে খুঁজে পেয়ে ধর্মের ভেদাভদ ভুলে গিয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে। মেজবাহ সাহেব ১০টি পর্বে তার বালক কালের বর্ণনা শেষ করলেন।

পরিণত মেজবাহ সাহেব বাল্য মেজবাহর প্রতিমূর্তি, কিন্তু ইতিহাস নন। তদকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাল্য মেজবাহ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি কর্মকান্ড ও কার্য্যবলী বর্তমান মেজবাহ তৈয়ারীর নিয়মক। বর্তমান মেজবাহর পরিসমাপ্তির পরই সে ইতিহাসে পরিণত হবে। মেজবাহর বাল্যকালের কেচ্ছা যেহেতু ইতিহাস নয়, তাই উক্ত কেচ্ছা প্রাগৈতিহাসিক হোতে পারে না।

সেতারা হাশেম ০৬/১৯/০৫